[redacted]

[redacted]

প্রন্তিক খামারি মোশারফ আলী বলেন,বামন্দী বাজারে বিক্রির জন্য গরু নিয়ে এসেছি। খড়,ভুষিসহ গো খাদ্যের দাম বৃদ্ধির ফলে গরু লালন পালনে যে টাকা খরচ হয়েছে তার অর্ধেক দাম বলছেন ব্যাপারিরা। তবে টার্গেট অনুযায়ী দাম না পেলে গরু বিক্রি করছিনি। ঢাকার পার্টি আসলে আমার গরুর দাম ঠিকই পাবো। এছাড়া দালালদের উৎপাত বেড়েছে। স্থানীয় ব্যাপারিরা সিন্ডিকেট করে গরু কিনছেন। যে কারনে গরুর ন্যায্য মুল্য পাচ্ছিনা।

হাট-ইজারাদার হারুন অর রশিদ বাচ্চু বলেন, জাল টাকার ব্যবহার রোধে নেয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। এছাড়া পুলিশের টহল রয়েছে সার্বিক্ষনিক। তিনি বলেন, সরকারি নিয়ম মানলে খাজনা আরও বাড়বে। তাই প্রতি হাজারে টাকা না নিয়ে প্রতিটি পশু হিসেব করে আমরা ৬শ থেকে ৭শ টাকা নিচ্ছি। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই লাভবান হচ্ছেন। আমাদের এই শুক্রবারের হাটে সাড়ে ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার পিস গরু বিক্রি হবে। আর ছাগলের সংখ্যাও প্রায় সাড়ে ৩ হাজার পিস। সব মিলিয়ে আমাদের চলতি মাসে এই হাট থেকে ৩শ কোটি থেকে সাড়ে ৩শ কোটি টাকার পশু বিক্রি হবে ধারণা করছি।

আরেক হাট ইজারাদার রাশিদুল ইসলাম সোহাগ বলেন, আমাদের মেহেরপুর জেলার হৃদপিণ্ড বলা হয়ে থাকে এই বামন্দী পশু হাটকে। এই হাটকে কেন্দ্র করে এই জেলার মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। এই হাটে আশেপাশের দশটি জেলার খামারি ও ব্যাপারীরা আশে পশু কেনাবেচা করতে। আসন্ন ইদুল আজহাকে সামনে রেখে যে হাটগুলো বসবে,তাতে গড়ে ৫ হাজার করে গরু-ছাগল বিক্রি হবে। মাস হিসেবে তার আনুমানিক কেনা-বেচা হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি টাকার মত।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস বলেন,জেলা পুলিশের নির্দেশনায় এই হাটটির সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রতিনিয়তই কাজ করে যাচ্ছে। এবং পুলিশের একাধিক টিম হাটের দিন নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে কাজ করে যাচ্ছে।

জেলা প্রানী সম্পদের তথ্যমতে, জেলায় ছোট বড় এক হাজার খামারি রয়েছেন। এ বছর মেহেরপুর জেলায় কোরবানির জন্য প্রস্তুত রয়েছে প্রায় এক লাখ ৭২ হাজার ৫৬৯টি পশু। এর মধ্যে ষাঁড় গরু রয়েছে ৪০ হাজার ৩৪৯টি, বলদ চার হাজার ৮৪৪টি এবং গাভি আট হাজার ৫০৯।

এছাড়া মহিষ রয়েছে ৪৮২টি, ছাগল এক লাখ ১৫ হাজার ৬৬৫টি এবং ভেড়া দুই হাজার ৭২০টি। জেলায় কোরবানির চাহিদা রয়েছে ৯০ হাজার ২৩৪টি

পশু।

১৭ হাজার খামারে দেশীয় ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে মোটাতাজা করা হয়েছে ৬ লাখ ১৭ হাজার ৭২৩টি গবাদিপশু। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ২ লাখ ষাঁড়। প্রাণিসম্পদ বিভাগের তথ্যানুযায়ী, এসব পশুর সম্ভাব্য বাজারমূল্য প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা।

গাংনীর বামন্দীতে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ৮ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে ট্রেড লাইসেন্স না থাকা এবং ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করাই দুই ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার দুপুরে গাংনী উপজেলার বামন্দী বাস স্ট্যান্ড এলাকায় অভিযানকালে এ জরিমানা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক (অ. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক গাংনী উপজেলায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ ধারা অনুসারে ট্রেড লাইসেন্স ব্যতিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও মূল্য তালিকা না থাকার কারণে হায়বাত মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে ৫ হাজার টাকা ও মাসুম মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

এ সময় অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার প্রদান-সংরক্ষণ করা, মানসম্মত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা জন্য এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা হতে বিরত থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

জনস্বার্থে এ অভিযান চালমান থাকবে বলে জানিয়েছে মেহেরপুর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যালয়।

গাংনীর বামন্দীতে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে পুকুরের পানিতে ডুবে ইয়ানুর
(৫) নামক এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ইয়ানুর চরগোয়ালগ্রামের জিয়ারুল ইসলামের ছেলে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুর ১১টার দিকে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প পাড়ার মতি হাজীর পুকুরের পাশে খেলতে গিয়ে পানিতে ডুবে শিশু ইয়ানুর মারা যায়।

স্থানীয়রা জানায়, চরগোয়ালগ্রামের ভ্যানচালক জিয়ারুল ইসলাম বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প পাড়ায় একটি বাড়িতে ভাড়ায় ছিল। প্রতিদিনের মতো শিশু ইয়ানুর দুপুরে খেলতে বের হয়েছিল। খেলার একপর্যায়ে মতি হাজীর পুকুরে পড়ে যায়৷ অনেক খোঁজাখুঁজির পর ইয়ানুরকে দেখতে না পেয়ে তার মা পুকুর পাড়ে গিয়ে শিশুটিকে ভাসতে দেখে।

পরে স্থানীয়রা শিশু ইয়ানুরকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য বাংলা ক্লিনিকে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বাণী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির

পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

আড়ম্বর পরিবেশে গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১১ টার সময় বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এই পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, মুনজুর হোসেন টকি।

বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নওশাদ আলীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত পরিচিতি সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির কোষাধ্যক্ষ মহিবুল ইসলাম পলাশ, গাংনী উপজেলা বিএনপির উপজেলা বিএনপির সহ কোষাধ্যক্ষ আজগর আলী, রেজানুর রহমান রাজন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি রেজাউল হক, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আনিসুল হক, ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, উপজেলা বিএনপির নেতা আব্দুল হান্নান, আব্দুল্লাহ শাওন,মেহেদী হাসান সম্রাট প্রমুখ।

এসময় নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করেন রাশিদুল ইসলাম সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক নওশাদ আলী।

বামন্দী জনতা ব্যাংকে গ্রাহক আমানত ১০০ কোটির ঘরে, গ্রাহক

অর্ধ লক্ষ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী গ্রামের জনতা ব্যাংক লিমিটেডের বামন্দী শাখার আমানত শত কোটি টাকার মাইলফলক স্পর্শ করছে।

প্রায় ৫০ হাজার গ্রাহক সংখ্যা নিয়ে ইতিমধ্যে এই ব্যাংকটি এখন একক ব্রাঞ্চ হিসেবে বাংলাদেশ জনতা ব্যাংক লিমিটেডের গ্রাহক সংখ্যার সর্বোচ্চ স্থান দখল করে রয়েছে।

গতকাল সোমবার বামন্দী গ্রামে অবস্থিত জনতা ব্যাংক লিমিটেড বামন্দী শাখায় কেক কেটে ও আলোচনা সভার মাধ্যমে এই প্রাপ্তি উদ্যাপন করেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম আবুল কালাম আজাদ, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোঃ মফিজুর রহমান, এজিএম মোঃ আশরাফুজ্জামান, বামন্দী জনতা ব্যাংক লিমিটেডের শাখা ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেনসহ ব্যাংকের অন্যান্য সদস্য এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

জিএম আবুল কালাম আজাদ বলেন, বামন্দী একটি ইউনিয়ন পর্যায়ের গ্রাম, তবে এখানকার ব্যাংকের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শহরের যে কোনো ব্রাঞ্চের চেয়ে এগিয়ে।

আজ আমরা কেক কাটার মাধ্যমে এই ব্যাংকটির গ্রাহক আমানতের টাকার পরিমাণ শত কোটি টাকার ঘরে পৌঁছানো উপলক্ষে কেক কাটার মাধ্যমে উদ্যাপন করলাম।

আর এই ব্যাংকটির গ্রাহক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজারের ঘরে।

এ থেকে প্রমাণ হয় যে এই ব্রাঞ্চটি মানুষের মনের ঘরে জায়গা করে নিয়েছে। আমি বলব এই অর্জন আপনাদের, অর্থাৎ গ্রাহকদের।

আপনাদের ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা ও সহযোগিতাই আজকের এই অর্জন সম্ভব করেছে। আমি বাংলাদেশ জনতা ব্যাংক লিমিটেড ও এই শাখাটির সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

ব্যাংক ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেন বলেন, ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বামন্দী জনতা ব্যাংক বামন্দী শাখার পথচলা শুরু। আজ এসে সেই শাখাটির পরিবারের সদস্য বা গ্রাহক সংখ্যা ৫০ হাজারের ঘরে

পৌঁছেছে। আর গ্রাহকের আমানতের টাকার পরিমাণ শত কোটির ঘরে। এই অর্জন শুধু বামন্দীর নয়, এই অর্জন বাংলাদেশ জনতা ব্যাংক লিমিটেডের। আমরা স্বগৌরবে বলতে পারছি, পল্লীর একটি ব্যাংকে গ্রাহক সংখ্যা ৫০ হাজার এবং আমানত শত কোটি টাকা।

বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতির অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি মো. আব্দুল্লাহ আল গালিব (সজিব)–এর অপসারণ ও বহিষ্কারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ মে) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে কলেজের প্রবেশদ্বারের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা ও আওয়ামী লীগ পরিবারের সদস্য গালিবকে গভর্নিং বডির সভাপতি করা অনৈতিক এবং পক্ষপাতদুষ্ট। তারা দাবি করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা উচিত।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, “একজন রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে আসা গ্রহণযোগ্য নয়। এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক পুনর্বাসন।”

এই কর্মসূচির সভাপতিত্ব করেন বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মীরা মানববন্ধনে অংশ নেন।

বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, “অবিলম্বে গালিবকে অপসারণ না করা হলে আরো কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।”

এ বিষয়ে গভর্নিং বডির সভাপতি মো. আব্দুল্লাহ আল গালিবের বক্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।

জমে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী বামন্দী পশুহাট

আসন্ন কোরবানিকে সামনে রেখে মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী বামন্দী পশুহাটে ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় শুরু হয়েছে। প্রায় ২০০ বছরের পুরনো এই হাটটি মেহেরপুর জেলার ঐতিহ্য বহন করে আসছে।

এই পশুহাটে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসেন ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা গরুর দড়ি ধরে আছেন ক্রেতার আশায়, আবার ক্রেতারাও কোরবানির জন্য খুঁজছেন নিজেদের পছন্দমতো গরু, ছাগল ও ভেড়া। জেলার চাহিদা পূরণ করে কোরবানির পশু রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় চলে যায়। এই সময় পশু বিক্রির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন খামারি ও নিজ বাড়িতে পশু পালনকারীরা।

কৃষকের বাড়িতে একটি-দুটি করে লালন-পালন হলেও খামারে রয়েছে অনেক গরু, ছাগল ও ভেড়া। অনেক কৃষক শখের বসে পারিবারিকভাবে মহিষ পালন করেন।

গাংনীতে বেশ কয়েকটি ছাগল ও ভেড়ার বাণিজ্যিক খামার থাকলেও পারিবারিক খামারেও ছাগল ও ভেড়া বেশি পালিত হচ্ছে। বসতবাড়িতে দু- একটি গরু পালন করা এখন অনেক পরিবারের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বছর গরু পালনের পর এখন এসেছে বিক্রির সময়। গরু বিক্রির টাকায় মিটবে পরিবারের আর্থিক চাহিদা। বাড়তি অর্থ দিয়ে আবারও গরু কেনা হবে। এভাবেই চলে গরু পালনকারী পরিবারগুলোর চক্র।

গরু খামারি উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের শাজাহান আলী বলেন, “শিক্ষিত বেকার যুবকরা যদি খামার করে, তাহলে বেকারত্ব দূর হওয়ার পাশাপাশি তারা স্বাবলম্বী হতে পারবে। সন্তানের মতো পরম আদর-যত্ন ও মমতায় গরুকে লালন-পালন করা হয়। খামারের গরুকে বিচালি, ঘাস, ভুট্টা, খৈলসহ প্রাকৃতিক খাবার খাওয়ানো হয়। কোনো প্রকার কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় না। নিজেরাই খৈল উৎপাদন করি, সেই খৈল খাওয়ানো হয়। খৈল থেকে প্রাপ্ত তেল দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। ইতোমধ্যে বেশ কিছু গরু বিক্রি হয়েছে, ঈদের আগেই বাকিগুলো বিক্রির আশা করছি। চাহিদা আর ভালো দাম পেলে লাভবান হবো বলে আশা

করছি।”

খামারি বালিয়াঘাট গ্রামের মোশাররফ হোসেন বলেন, “সরকার যদি খামারিদের বিনা সুদে ঋণ দেয়, তাহলে বেকার যুবকরা এ পেশায় এগিয়ে আসবে। আমার খামারে সারা বছর গরু লালন-পালন করা হয়। এবারও বেশ কিছু গরু আছে, যেগুলোর দেখভাল করে পুরো পরিবার। আমরা ন্যায্য মূল্যে লাভের আশা করছি।”

খামারি তেরাইল গ্রামের হেলাল উদ্দিন বলেন, “পারিবারিক খামারে গরু পালন করেছি। কোরবানির জন্য পশুগুলো বিক্রি করে দেব। এখন খুব ব্যস্ত সময় পার করছি কোরবানির পশু নিয়ে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সহযোগিতা করছে পশু পালনে। গো-খাদ্যের দাম বেশি এবং তীব্র গরমে পশু পালন করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে।”

বামন্দী পশুহাটে গরু কিনতে আসা জিয়া হোসেন বলেন, “দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলাম। ছুটিতে বাড়ি এসেছি পরিবারের সঙ্গে ঈদ করব বলে। হাটে এসে দেখি গরু ও ছাগলের দাম অনেক বেশি। তারপরও কিনব। আজ হাটে পছন্দ না হলে আগামী হাটে আসব।”
আরেক ক্রেতা বলেন, “কোরবানির জন্য গরু কিনতে এসেছি। পছন্দ হয়েছে, তবে দাম অনেক বেশি। তারপরও কিনেছি। অনেকে এখনও পশু কেনার আগে দেখাদেখি করছে।”

ছাগল ব্যবসায়ী লালচাঁদ বলেন, “বামন্দী বাজারে বড় ছাগলের খুব চাহিদা। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছাগল কিনে আনছি। গ্রামের লোকজন প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ছাগল পালন করে এবং কোরবানির সময় সামনে রেখে বিক্রি করে দেয়। এবার ছাগলের দাম অনেক বেশি।”

গরু ব্যবসায়ী জোরপুকুর গ্রামের জামরুল বলেন, “এবার গরুর বাজারদর ভালো রয়েছে। হাটে পর্যাপ্ত গরু উঠেছে এবং গরুর চাহিদাও অনেক। আশেপাশে বামন্দীর মতো বড় হাট আর নেই। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা আসেন এই হাটে।”

বামন্দী পশুহাটের ইজারাদার, সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল বলেন, “বামন্দী পশুহাট মেহেরপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী একটি হাট। প্রায় দুই শত বছরের পুরনো এই হাট জেলার গর্ব। সপ্তাহে দু’দিন, সোমবার ও শুক্রবার, হাট বসে। কেউ যাতে প্রতারণার শিকার না হয়, সেজন্য আমরা সবসময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করি। এ বিষয়ে প্রশাসনও তৎপর রয়েছে। কোরবানিকে সামনে রেখে সব ধরনের পশুর বেচাকেনা শুরু হয়েছে।”

মেহেরপুর গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় কোরবানিযোগ্য পশু রয়েছে ১,৪০,৮৩৮টি। এর মধ্যে গরু ৪১,৫৭৮টি, ছাগল ৯৬,৮৪৫টি, মহিষ ৩৮৫টি এবং ভেড়া ২,০৩০টি। উপজেলায় কোরবানির চাহিদা রয়েছে প্রায় ৪২ হাজার পশুর।
গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, “গাংনী উপজেলায় যে কোরবানিযোগ্য পশু প্রস্তুত রয়েছে, তা উপজেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকার কোরবানির পশুর চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অর্থাৎ, চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি পশুর যোগান রয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সবচেয়ে বড় পশুহাট হচ্ছে বামন্দী। সপ্তাহে দুই দিন, শুক্রবার ও সোমবার, এই হাট বসে। হাটে কোনো পশু অসুস্থ হয়ে গেলে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আমাদের মেডিকেল টিম সেখানে মোতায়েন রয়েছে।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, “ঈদকে সামনে রেখে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য বামন্দী পশুহাটে পর্যাপ্ত পুলিশ, প্রশাসনের নজরদারি, জাল নোট সনাক্তকরণ মেশিনসহ সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।”

বামন্দীতে ক্লিনিক মালিককে এক বছর কারাদন্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

ক্লিনিকের নানা অনিয়ম ও জণগনের ক্ষতি হবে জেনেও সেটি করার অপরাধে মেহেরপুরে এক ক্লিনিক মালিককে জেল ও জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

দন্ডিত ওই ক্লিনিক মালিকের নাম সাইদুল ইসলাম ওরফে বিদ্যুৎ। তিনি গাংনী উপজেলার বামন্দী করবি এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক ও আওয়ামীলীগ নেতা হাজী ইছার উদ্দীনের ছেলে।

বামন্দীতে সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের আলোচনা সভা

আমরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা, আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি, ঐক্যবদ্ধ থাকতে চাই, আমরা সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে কোন মন মালিন্য, গ্রুপিং, দলাদলি যেন সৃষ্টিনা হয়। সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন এবং সতর্ক থাকতে হবে। আসন্ন সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গাংনী উপজেলার সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

গাংনী উপজেলার সকল ইউনিয়নের সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের অংশ গ্রহন এবং উপস্থিতিতে বামন্দীস্থ অনুপম চাইল্ড স্কুল চত্তরে আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন যুদ্ধকালীন থানাকমান্ডার মোঃ মখলেছুর রহমান ফটিক।

বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী মোঃ মোজ্জামেল হকের সভাপতিত্বে এ সভায় বক্তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ যোগ্য ব্যাক্তিকে সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য সচেতনভাবে ভোট প্রদান করতে হবে। তবে এ ভোট প্রদানের জন্য নিজেদের মধ্যে কোন ধরনের বিভেদ তৈরী করা যাবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্য এবং সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে হবে। কোন ভাবেই কোন রেশারেশি সৃষ্টি করা যাবে না। আপনারা সবাই সাবালক এবং সচেতন মানুষ। নিজেদের ভালো সর্ম্পকে আপনারা সজাগ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন এবং করছেন। তার প্রতি আস্থা এবং সম্মান রেখে আপনারা প্রার্থী বাছাই করে নেবেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মখলেছুর রহমান বলেন, আমার জন্ম স্থান এই গাংনী উপজেলায় পৈত্রিক নিবাস কুমারীডাঙ্গা গ্রামে। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ ঢাকায় থাকলেও গাংনীর সুখ দুঃখে আমি

সাথে আছি। আপনারা বিভক্ত থাকবেন না, ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। আপনারা যাকে আপনাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। তিনি গাংনীর উন্নয়নে কাজ করবেন।

কোরআন তেলোয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা, বীর মুক্তিযোদ্ধা তাহাজউদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা বশির আহম্মেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ বাকি, বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাব উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা বেল্লাল হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তাফা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ হান্নান এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুলহুদা।

বৃষ্টিতে ভোগান্তি কোরবানির পশু বেচাকেনায়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সর্ববৃহৎ বামন্দী নিশিপুর পশুহাটে শেষ মুহুর্তে কোরবানির পশু বিক্রি করে বেপারীদের মতোই ক্রেতারাও স্বস্তি পেতে চেয়েছিল। কিন্তু দফায় দফায় বৃষ্টিতে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে কোরবানি পশু বেচাকেনার জন্য আসা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের। তবে তূলনামূলক কম দামে কোরবানির পশু কিনতে পেরে ভোগান্তির মধ্যেই খানিকটা খুশী ছিলো ক্রেতারা।

বামন্দী নিশিপুর পশুহাটের ইজারাদারের তথ্য অনুযায়ী (২৬শে জুন) সোমবার ছিলো ঈদের পূর্বে কোরবানির পশু বেচাকেনার শেষ হাট। বামন্দীতে প্রতি শুক্রবার ও সোমবার সাপ্তাহিক পশুহাট বসে। স্বাভাবিক বেচাকেনার সাথে প্রতি ঈদের সময় ব্যাপকভাবে পশু বেচাকেনা যোগ হয়। সোমবার সকল থেকে বিকেল পর্যন্ত দেড় হাজার গরু ও দুই হাজার ছাগল ক্রয়বিক্রয় হয়েছে বলে জানান ওই হাটের ইজারাদার আমিরুল ইসলাম শেখ।

কোরবানির পশু গরু বিক্রি করতে আসা শোলমারি গ্রামের হাবিবুর রহমান বলেন, আমি পারিবারিক ভাবে একটি গরু পালন করেছিলাম। গরুটির দাম ধরেছিলাম দেড় লাখ টাকা কিন্তু বৃষ্টি আর বেপারী স্বল্পতায়